যে আলালনাথে যাওয়া হয় নি
সুদক্ষিণা

প্রভূপদে আইলা সেই খবর সত্বর
চাঙ্গো চড়াইয়াছে গোপীনাথ পট্ট।।
রাজকর ফাঁকি দিয়া করে অপব্যয়।
এই হেতু হইল বিপুল সংঘট্ট।।

কাশীমিশ্র ধামে প্রভুর তখন আবাস।
ভক্তগণ কেঁদে পড়ে শ্রীরাঙা পায়ে।।
কৃষ্ণভক্ত, তবুও অগ্রজের পাপে।
ধরে নিয়ে গেছে তার বাণীনাথ ভায়ে।।

প্রভু যদি সেবক লাগি বুলিহ একবার।
প্রতাপরূদ্র তোমা রাখেন হৃদে আগুলিয়া-
তবে তো রাজামাত্য ছাড়ি দিবে তারে।
কারুণিক প্রভু জানো সেবকের হিয়া।।

কাশীমিশ্র এত বলে, বলে ভবানন্দ।
স্বরূপ গোঁসাঞিত্ত বলে : রাখহ পরাণ —
ক্রুদ্ধ প্রভু নেত্রদ্বয় করে বিস্ফারিত,
গোপীনাথ উদ্ধারিতে অস্বীকার যান।।

বিরক্ত সন্ন্যাসী আমি, সভে মিলি তোমা।
রাজদ্বারে ভেটিতে কেন চাহ পরবশ।।
আঁচল পাতিয়া মাগি নিব বদান্যতা।
কলঙ্কী করিয়া মাথে রবে অপযশ।।

এত বলি ক্রুদ্ধ প্রভু কিঞ্চিৎ বুঝান।
রাজার অর্থে চলে প্রজার সংসার।।
সে কৌড়ি ফাঁকি দিলে গোপীনাথ শঠ।
কী হয় তবে রাজত্ব নির্বাহের ভার।।

ভক্তবৃন্দ আজ চায় প্রতিদান সেবার।
পার্শ্বদ মন্ত্র দেয় : সংঘ থাকে না যে!
তারও লাগি নির্বিকার ক্ষীণতণু গোরা।
মুন্ডশির, দীর্ঘঅক্ষ, দীপ্ত ঐশী তেজে।।

ইহা ছাড়ি যাব আমি চলি আলালনাথ।
বিষয়ীর তদ্বিরী মোরে কেহ না পুছিবে।।
রইল সংঘ যত সংঘট্ট আর।
কৃষ্ণপদে ভক্তি মোর তবে প্রমাণিবে।।

পঞ্চশত বৎসরের তরঙ্গা ভেদিয়া।
পশিতেছে কানে মম প্রভুর সক্রোধ।।
সংঘ গড়ি ছেড়ে যেতে নহে ইতস্তত।
মর্যাদারক্ষণ লাগি তব আত্মবোধ।।

অতঃপর রাজার কানে গেল সে বারতা।
গোপীনাথে রাজা তবে তরিলেন প্রাণে।।
অর্থদন্ড কিছু তার জরিমানা ধরি।
চাঙ্গা হতে উদ্ধারেন স্নেহের বাখানে।।

সেও ক্রমে প্রভুর লীলাবিলাস নামে।
রটি গেল সংঘমাঝে, যেরকম হয় —
অকৃতকর্মের দায় নিতে বিবিক্ত হঞা,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কাশীমিশ্রে কয় —

"প্রভু কহে কাশীমিশ্র কী তুমি করিলা।
রাজপ্রতিগ্রহ তুমি আমা করাইলা।।"

সে রাজা নিরত সদা প্রজাপালনার্থ।
অধার্মিক সে সত্ত্বভোগী না দেয় অর্থ।।

তারে উদ্ধারিতে তোমা আমা ব্যবহৃলে?
সন্ন্যাসী মস্তক তবে নত করি দিলে?

কাশীমিশ্র লজ্জানত, প্রভুভর্ৎসনে।
তরুণ বিবাগী তেজ ধন্য করি মানে।।

নির্লোভ, উদাস কে আছে তোমা সম।।
মান, খ্যাতি, লোকব্যূহ জ্ঞান করে যম।।

গ্রীষ্ম নিদাঘে তপ্ত দ্বিপ্রহরে বসিয়া।
ভাবি আমিও তবে উদাসী হইয়া।।

চৈতন্যচরিতের অমৃতের পাশ।
এইমতো লিখিলেন কবি কৃষ্ণদাস।।

এতকিছু ঘটে তবু অধ্যায়ের নামে।
গোপীপট্টনায়কোদ্ধার — রাখেন কী ভ্রমে।।

যেন আমি টের পাই দুয়ার খুলিয়া।
সে মধ্যরাতে প্রভু উঠেন জাগিয়া।।

কৌপীন সম্বলমাত্র, চাঁদ পূর্ণায়মান।
আলালনাথের পথে নগ্নপদে যান।।

রাঙাপথে একটিদুটি চরণ চিহ্ন তায়।
পঞ্চাশৎ বৎসর আগে চকিতে মিলায়।।